মৌলবাদের চিরকুটওয়ালা
না
অস্তিত্বের সংকটে দেউলিয়া?

– তথ্যসন্ত্রাসী শ্রীবিপ্লব

জিয়াউদ্দিন সম্প্রতি সদালাপে আমাদের মতন মুক্তমনাদের এক চিরকূট ধরিয়েছেন:

http://www.shodalap.com/ZIA_CHIRKUT42.pdf

আমি সবাইকে এটি পড়তে অনুরোধ করি-কারণ এটি , সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষিত ধার্মিক মুসলমানদের মনের কথা। মনের কথা খুলে বলার জন্য জিয়াউদ্দিন সাহেবকে ধন্যবাদ। কারণ এতে, আমাদের মতন তথ্যসন্ত্রাসী মুক্তমনাদের কাজ সহজ হয়।

একজন মানুষ ধর্ম এডিক্ট হলে, আধ্যাত্মিক পথে উন্নতির পরিবর্তে, নানান নিকৃষ্ট দোষাবলির নাগপাশে নিজেকে আবদ্ধ করে ফেলে। আধ্যাত্মিকতা মুক্তির উপায়। অধৈর্য্য এবং অস্থির মন মানুষকে টেনে নিয়ে যায় অসৎ এবং দ্বিচারিতার এক অন্ধকার জগতে। জিয়াউদ্দিন ধর্মের নর্দমার জলকেই আধ্যাত্মিক উন্নতি হিসাবে ভাবছেন এবং সেই কলুষিত পচা জলে স্নান করে পবিত্র ধর্মিক হওয়ার খোয়াব দেখছেন। আধ্যাত্মিক লোকজনের উন্নততর মানবিক সুবাসের বদলে, তার লেখা থেকে শুধুই সাম্প্রদায়িক দুর্গন্ধ বেড়োচ্ছে।

জিয়াউদ্দিনের লেখা পড়ে, এটা পরিস্কারঃ

- **জিয়াউদ্দিনের ধৈর্য্য বলতে কিছু আছে?** উনি অন্যর লেখা একটা লাইন, না পড়ে, না বুঝে তার বিরুদ্ধে লিখতে বসে যান। মানে ধৈর্যের অভাব বা উনার সাম্প্রদায়িক মন এতই অধৈর্য্য যে লেখাটা না বুঝেই, লেখকের জন্মগত ধর্ম দেখে অপমান করতে বসে যান।

উদাহরণ দেওয়া যাক। আমি সমাজের অসহিষ্ণুতার উদাহরণ হিসাবে গরু এবং শুয়োরের মাংস খাওয়ার প্রসঙ্গ তুলেছিলাম। তাতে পরিস্কার বলাছিল, এতে আমার

কিছু লাভ নেই, কিন্তু সমাজের টলারেনস লিমিট পরীক্ষা করা যায়। কাউকেই শুয়োরের মাংস খেতে আমি বলিনি এই লেখায়ঃ

আমি প্রকাশ্যেই গরুর মাংস খেতাম। এতে আমার নীটফল শূন্য। কিন্তু সমাজ যে আমাকে এটা ক্ষোভের সাথে হলেও নীরব অনুমোদন দিল-সেটা গূরুত্বপূর্ণ। এর বদলে যদি আমার প্রাণ সংশয় হত, তাহলে সেই সমাজ হত স্থবির-তাদের দেবদেবীদের মতন।

উনি এই লেখা থেকে ধারণা করলেনঃ

১. আমি মুসলমানদের শুয়োরের মাংস খেতে বলেছি। সেই ভেবে আমাকে বললেন লেজকাটা শিয়াল এবং আমার শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন।

২. প্রগতিশীলতা নিয়ে আমাকে জ্ঞান দিলেন-মানে বিজ্ঞানীর ছদ্মবেশে মৌলবাদের ভন্ডামি করতে উপদেশ দিলেন। এই ভন্ডামীর ব্যপারে পরে আসছি।

আরো বললেন, কেউ নাকি বলে না বসনিয়াতে খৃস্টান মৌলবাদের কথা। আমার পররাস্ট্রনীতির তৃতীয় অধ্যায়ে একটা মেমো দেখিয়েছিলাম-সেটা বসনিয়ার উপর। যেখানে আমেরিকা পরিস্কার স্বীকার করেছে, খৃস্টান মৌলবাদ বসনিয়ান মুসলিমদের কচুকাটা করছে।

ধৈর্য্য না ধরে অন্যর যুক্তি না শুনে, তর্ক করা ইসলাম এবং কোরান বিরুদ্ধঃ

And if ye do catch them out, catch them out no worse then they catch you out, but if ye show patience, that is indeed the best (course) for those who are patient
(16:126 ref: Abdulla Yusuf Ali, Holy Koran Vol-1, Note-2163, p690)

অর্থাৎ জিয়াউদ্দিন এক অবুঝ সাম্প্রদায়িক মানসিকতায় ভুগছেন। সাম্প্রদায়িক পরিবেশে বড় হলে, লোকজন যেমন হয় আর কি!

- **জিয়াউদ্দিনের বিশ্লেষন ক্ষমতা কি কিছু আছে?** জিয়াউদ্দিনের বিচারবিশ্লেষণ ক্ষমতা (Analytical ability) শূন্য বা তার নীচে। আমি আলোচ্য প্রবন্ধের শুরুতেই জানিয়েছিলাম, রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের ফলে, হিন্দু ধর্মের যে সব উন্নতি হয়েছে এটা আমি দেখছি না। এটা আমি তিন জায়গায় লিখেছি। উনি সেটা না দেখে, আমি যা লিখেছি, তাই নিয়েই আরো লিখলেন। তাতে কি নতুন

কি হল? আমিতো লিখেই ছিলাম হিন্দুধর্মের কিছু হয়েছে বলে, আমার মনে হচ্ছে না।

এরকম কিছু লেখার আগে প্রথমেই প্রশ্ন উঠবে, চারিদিকে হরিজনদের উপর এত অত্যাচার হচ্ছে, তাতে কি বলা যায় হিন্দু ধর্মে আদও কোন সংস্কার হয়েছে? বিজেপি ক্ষমতায় থাকার সময়,জ্যোতিষবিদ্যাকেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢোকাতে চেয়েছিল মুরলীমোনহর জোশী! রূপ কানোয়ারের সতীদাহ এই সেদিনই হয়েছে। সতী মাতার মন্দিরে এখনো পুজো চলছে! ধর্ম-সংস্কারে হিন্দুদের কি কোন লাভ হয়েছে?

এর উত্তর আমি দিয়েছি, একটু বাদেইঃ

অর্থাৎ যেটা পরিস্কার, আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে হিন্দুরা অনেকটাই এগিয়েছে। এর মানে এই নয় যে, হিন্দু ধর্ম ভাল হয়ে গেল, বা হিন্দুরা অনেক উন্নততর মানুষ। যেটা হয়েছে, সেটা হচ্ছে, হিন্দুরা পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রহন করেছে-এটাকে সভ্যতার সংঘর্ষে পরিণত হতে দেয় নি। মুসলমানদের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে না। তাঁরা গোঁ ধরে বসে আছে ইসলাম শ্রেষ্ঠ বলে। আর বাস্তবে আমেরিকা তাদের যখন খুশী কান মলে দিচ্ছে, কান ধরে উঠবস করাচ্ছে!

আমার বক্তব্যকে ভুল প্রমাণ করতে হলে, উনাকে সংখ্যাতত্ত্ব দিয়ে প্রমান করতে হত যে হিন্দুরা **আর্থ সামাজিক** দিকদিয়ে মুসলমানদের থেকে এগিয়ে নেই। সেটাতো ঠিক নয়,সেটা সবাই জানে। টরেন্টোয় থাকেন যখন, না জানার কিছু নেই। কানাডার ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ারদের এক বিশাল অংশই ভারতীয় ।

ভেবে না লিখলে চিন্তাবিদ হিসাবে আপন দৈন্যই প্রকাশ পাবে (তাতে অবশ্য সাম্প্রদায়িক লোকেদের কিছু যায় আসে না।)

- **যে নিজে সাম্প্রদায়িক, সে অন্যকেও ভাবে সাম্প্রদায়িকঃ** জিয়াউদ্দিন আমায় খবর দিলেন , জন্মগত রাগপুষে আমি সাম্প্রদায়িক! এটা একটা আবিস্কারের মত আবিস্কার বটে। আমার ৯০% লেখা হিন্দু এবং হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে। এই বাংলা ইফোরামগুলিতে, হিন্দুদর্শনের বিরুদ্ধে আমার থেকে বেশী কেউ লেখে না। **৯/১১** এর পর এই দেশে মুসলমানরা কি রকম সাম্প্রদায়িক বিদ্বেশের শিকার হচ্ছে, তা নিয়ে লিখেছিলামঃ

http://www.mukto-mona.com/Articles/biplab_pal/muslim_discrimination.htm

তারপর দেখলাম বাংলাদেশের নানান ইফোরামের এটা ছাপা হল। অনেক মুসলমান আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে চিঠিও লিখেছিলেন।

ইসলামিস্টদের বিরুদ্ধে আমার রাগের কারণ যদি সাম্প্রদায়িকতা হয় তাহলে আপনি বলুনঃ

(১) আমার হিন্দুবিদ্বেশের কারন কি? আমিতো হিন্দুবংশেই জন্মেছি নাকি?
(২) আমেরিকার বিরুদ্ধে আমার রাগের কারণ কি?
(৩) কম্যুনিউস্টদের বিরুদ্ধে আমার রাগের কারণ কি?
(৪) আমেরিকার খৃস্টানদের বিরুদ্ধে আমার রাগের কারন কি?

আমার সব লেখাইতো এদের বিরুদ্ধে!

আপনি একটাও পূর্ণাঙ্গ লেখা লিখেছেন বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে? বা কোরানের দর্শনের সমালোচনা করে? আর আমাকে বলছেন সাম্প্রদায়িক?

দেখুন মশাই আমি মানবিকতাবাদী। যেখানেই মানবিকতার দলন হবে, সেখানেই প্রতিবাদ করব। মানুষকে হিন্দু, মুসলমান, খৃস্টান হিসাবে আমি দেখি না, দেখি মানুষ হিসাবে। মানুষকে হিন্দু হিসাবে দেখা এবং তাকে ঘৃনা করা আপনার মতন সাম্প্রদায়িকদের কাজ। সেই পুতগন্ধময় মানবজীবন থেকে আমি মুক্ত।

আপনার সাম্প্রদায়িক ঘৃনার সব চেয়ে বেশী স্বীকার হয়েছেন, মুক্তমোনার সম্পাদক অভিজিত রায়। সম্প্রতি আপনি, লিখলেন তার বই বাজারে পাওয়া যায় না। কারণটা এবার শুনুন। আলো হাতে আধাঁরের যাত্রীর প্রথম মুদ্রণ সব শেষ। বাংলাদেশের সবাই আপনার মতন অন্ধকারে হাঁতরে পথ চলে না, কেও কেও লণ্ঠন কিনে থাকেন।

- **আধুনিক ভারতের জনক রামমোহন কি কিছুই করেন নি?** উনার ইতিহাসের জ্ঞান একদম শুন্য। তাই নিয়ে আধুনিক ভারতের জনক রামমোহনকে অসৎ বলে ইঙ্গিত করেন এবং সেটা কোন এক জাতীয় অধ্যাপকের লেখা বলে চালানোর চেস্টা করেন। ভদ্রলোক যদি জাতীয় অধ্যাপক হন, জিয়াউদ্দিনের এই ইতিহাসজ্ঞানে আমার অবাক হওয়ার কিছু নেই। যেটা জানেন না, সেটা হলো, মাদ্রাসার ইতিহাস পড়ে, জিহাদিদের উত্তেজিত করা যায়, ফোরামের বিতর্কে নিজের অজ্ঞানতার বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।

(১) রামমোহন টাকা পয়সা করেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর স্টক বেচাকেনা করে। কাজ করতেন রংপুরে, জন ডিগবীর কাছে (১৮০৯-১৮১৪)। তিনিই ভারতের প্রথম মানুষ, যিনি ইংরেজী গভীর ভাবে শেখেন এবং পাশ্চাত্য দর্শনের সাথে পরিচিত হন। কারন ডিগবী ছিলেন পন্ডিত মানুষ এবং তার বইয়ের সম্ভার থেকেই রামমোহনের ইংরেজী শিক্ষা শুরু হয়।

(২) তিনি তাঁর তার সমস্ত সঞ্চয় দিয়ে ইংরেজী শিক্ষার স্কুল খোলেন (১৮১৫-১৭) কারণ রাজা রাধাকান্তদেব , তার সংস্কারপন্থী মনোভাবের জন্য রামমোহনকে পছন্দ করতেন না। বিরোধ লাগে সংস্কৃতশিক্ষা নিয়ে। রাধাকান্তদেব ছিলেন জিয়াউদ্দিনের মতন হিন্দু রক্ষনশীল। তাই ইংরেজী স্কুলখোলার কাজে, রাধাকান্তদেব রামমোহনকে এক পয়সাও দেন নি। এরসাথে রামমোহনের মুসলমানী স্ত্রীর কোন সম্পর্ক নেই।

(৩) সতীদাহ নিবারণ তার জীবনের বৃহত্তম সংস্কার নয়। সংস্কৃত কলেজ না খুলতে দিয়ে, সেখানে ইংরেজী শিক্ষার প্রচলন, হিন্দুদের ইতিহাস বদলে দিয়েছে। নইলে মুসলমানদের মাদ্রাসার মতন হিন্দুরাও টোলে আবদ্ধ থাকত, দেশজুরে ধর্মীয় বোমাবাজি করত।

(৪) তার 'গৌরীয় ব্যাকারন' বাংলা ভাষার প্রথম রূপ এবং গঠন। তিনি ছিলেন সমকালীন শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ।

(৫) রামমোহন নিজে ছিলেন বিখ্যাত সুফী এবং জানতেন সুফী ও উপনিষদের দর্শন একই। সেখান থেকেই, হিন্দু ধর্মকে ভন্ডামী মুক্ত করতে, প্রথমে আত্মীয় সভার প্রতিষ্ঠা, পরে যা হল ব্রাক্ষ্ম সমাজ। ব্রাম্মসমাজের হাত ধরেই হিন্দু মেয়েরা মুক্তি পায় গৌরীদান ইদ্যাদি নিকৃস্ট প্রথাগুলো থেকে।

শুধু একটি কথা জিয়াউদ্দিন ঠিক বলেছেন। তৎকালে মুসলমান সমাজ হিন্দুদের থেকে এগিয়ে ছিল। হিন্দুরা ইংরেজী শিক্ষা নেওয়ার সাথে সাথে, মুসলমানদের থেকে এগিয়ে যায় এবং সার সৈয়দ আহমেদ, সেটা বুঝতে পেরে মুসলমানদের জন্য শিক্ষা সংস্কারে নামলেন।

- **এতো মাদ্রাসা কি থাকত, মুসলমানদের মধ্যে একটা রামমোহন জন্মালে?** রামমোহনের সংস্কারের ইতিহাস না জানা থাকায়, উনি জানতেও পারেন না, যে রামমোহনের আসল কৃতিত্ব ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে। সতীদাহ রোধের ফল নেহাতই তৎকালীন। বৃটিশরা সংস্কৃত কলেজ খুলতে চাইলে, উনি বাধাদেন এবং সেখানে ইংরেজী শিক্ষার জন্য সওয়াল করেন। সেখানেই হিন্দুদের টোলশিক্ষার ইতি হয়। মুসলীম গৃহে রামমোহন না জন্মানোই, ইংরাজী শিক্ষার বদলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলীম মাদ্রাসাতেই তারা নিজেদের আবদ্ধ রাখে। তাতে না শেখে আরবী, না বাংলা না ইংরাজী। বাংলাদেশে ৫৬,০০ বর্গমাইলে, ৫৬,০০০ মাদ্রাসা! ৫০০ বোমা ফাটিয়ে দিল এরা, তাও কোন পার্টি বলতে পারল না, মাদ্রাসাগুলোকে ধর্মনিরেপেক্ষ স্কুল বানাও।

এদের রামমোহনের দরকার নেইতো কাদের আছে?

এরা জামাতের বিরুদ্ধে নাকিকান্না কাঁদছেন আর কানাডার উদার সমাজে শরিয়া ঢোকাতে চাইছেন। রামমোহন জন্মালে এই ভাঁওতাবাজির দরকার হত না। এদের অস্তিত্ব যতদিন থাকবে, একজন রামমোহনের অবশ্যই দরকার, যে সমস্ত মাদ্রাসা শিক্ষার অবসান চাইবে। আইন করে।

কোন রাজনৈতিক দল মাদ্রাসা শিক্ষার অবসানের জন্য পথে নেমে আন্দোলন করছে? জামাতের বিরুদ্ধে সবই শূন্য আস্ফালন! যেন সমস্ত পৃথিবীর লোক গাধা, এইসব মৌলবাদীর দল জামাতের বিরুদ্ধে দুটো লাইন লিখলেই, তাদের আলাদা গোত্রের প্রাণী বলে ধরে নেবে।

- **প্রগতিশীলতার মুখ এবং মুখোশঃ** জিয়াউদ্দিন নিজের রক্ষনশীল ধারণাগুলি বিজ্ঞানের নামে প্রগতিশীল বলে চালাতে যান। মৌলবাদীরা যেমন হয় আর কি। সেক্ষেত্রে যা হয়, হাতে নাতে উনার ভন্ডামি ধরা যায়।

যেমন আমায় উপদেশ দিয়েছেন, হৃদরোগের দোহায় দিয়ে হিন্দুদের গরুর এবং মুসলমানদের শুঁয়োরের মাংস খেতে মানা করাটা প্রগতিশীলতার সংজ্ঞা। আমরা সবাই খাসি বা পাঁঠার মাংসই বেশী খাই। তাই ছাগলের মাংসের সাথে কোলস্টেরল লেভেলের তুলনামুলক চার্ট দেওয়া হল।

(১)গরুর মাংসঃ ৬৫-৭৫ মিলিগ্রাম (তিন আউনস)
(২) ছাগলের মাংসঃ ৭০-৯০ মিলিগ্রাম (তিন আউনস)
(৩) শুঁয়োরের মাংসঃ (http://www.annecollins.com/cholesterol/cholesterol-pork.htm)
সসেজঃ২২ মিলিগ্রাম (তিন আউনস)
রিবসঃ১১ মিলিগ্রাম (তিন আউনস)
চপসঃ৭০ মিলিগ্রাম (তিন আউনস)

অর্থাৎ শুঁয়োর খেলে হার্ট ভালো থাকে! এতেব আমাদের মুসলিম বন্ধুগন, জিয়াউদ্দিনের মতন প্রগতিশীল হতে গেল, সসেজ খান এবং হৃদরোগ কমান। ঠিক আছে? আপনাদের জিয়াউদ্দিন সাহেব সেটা বলে দিয়েছেন!

- **সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে যোগদানের কোন অধিকার ইসলামিস্টদের আছে?** মুসলমানদের যাবতীয় দুর্দশার জন্য আমেরিকাকে দোষ দেওয়া হচ্ছে। অধিকাংশ ধর্মীয় মুসলমানরা যেমন হন আর কি। ইদানিং ইরাক যুদ্ধের ফলে, মৌলবাদীদের এ হয়েছে এক সুবিধা। ইরাকের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী মিছিলে

গলা ফাটাচ্ছেন। অথচ তাদের ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদের চোটে গত চোদ্দ'শ বছর ধরে পার্শীয়ান, বৌদ্ধ এবং হিন্দু সভ্যতার যখন নাভিশ্বাস ওঠে তখন উনারা চুপ। চুপ থাকলে মন্দ হত না, কিন্তু উনাদের ধারনা, ইসলাম জাতিভেদে বিভক্ত ভারতে মানবিক ধর্ম এনেছে! যেন হিন্দুধর্মই ভারতের একমাত্র ধর্ম। মাদ্রাসাশিক্ষিত এইসব ঐতিহাসিকরা জানেন না ইসলামের আক্রমণের সময় ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম অন্যতম প্রধান ধর্ম ছিল এবং তাতে জাতিভেদ নেই। হিন্দু ধর্ম সেই সময় গাড্ডায় গেছিল সেটা ঠিক, কিন্তু মানবিক এবং বুদ্ধিবাদের চর্চায় বৌদ্ধধর্ম ছিল আক্রমনকারী ইসলামের চেয়ে অনেকগুন উন্নত। বাংলা পালরাজাদের আধীনে বৌদ্ধ ছিল (গোপাল-দ্বিতীয় রামপাল, ৭০০-১১৩৩) এবং বাংলায় জাতিভেদ শুরু হয় সেন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা দিয়ে (১০৯৫)। এর আগে, বাংলায় কোন জাতিভেদ ছিল না। বাংলায় ইসলাম যখন আসে (বক্তিয়ার খিলজি, ১২০৩), জাতিভেদ প্রথা বাংলায় সবে একশো বছর হয়েছে। হাজার হাজার বছর নয়। চারিদিকে সেনরাজাদের জাতিভেদের রাজনীতি এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হচ্ছে। ইসলাম অবর্তীন হল, রাজশক্তি হিসাবে। জ্ঞানের পীঠস্থান নালন্দা এবং ধর্মশীলা বিশ্ববিদ্যালয়কে পুরিয়ে ধ্বংশ করে। ভিক্ষুরা বললেন, আমাদের মেরে ফেলো, কিন্তু পুঁথি গুলো পুড়িয়ো না! আরব ভূমির বর্বর ইসলামে তখনো জ্ঞানের হাওয়া লাগে নি, তারা পুড়িয়ে ফেলল ৬০০ বছরের ভারতের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ভান্ডার! এরা নাকি ছিল উদার। এবং হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ বিদ্রোহীদের দলে টেনে নিল। এটা ঠিক ই, তারা মনুষত্ব রক্ষার্থেই সেটা করেছে। কারণ বৌদ্ধধর্ম উদার বটে, কিন্তু বোম্বেটে হিন্দুদের অত্যাচার থেকে নিজেকে রক্ষা করার রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের ছিল না।

যদি ধরে নিই ইসলাম ভারত আক্রমণ করে, উদারতা শিখিয়েছে, তাহলে, বুশ ইরাক আক্রমন করে গনতন্ত্র শেখালে ক্ষতি কি?

সেই জন্য জিয়াউদ্দিনের মতন যারা ইসলামিস্ট, তারা যদি ইরাকে আমেরিকার নিন্দা করতে যায়, সেটা হয় দ্বিচারিতা। গাছেরটাও কুরাবো, আবার ঘরেরটাও খাব, তা হয়? আমরা ভারতীয়রা বুক ফাটিয়ে আমেরিকার আক্রমনের নিন্দা করতে পারি। কারণ ভারত কাউকে কোনদিনও আক্রমণ করেনি। আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইসলামিস্টদের বিরোধিতা, আসলেই বিশুদ্ধ ভন্ডামি। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মিছিল থেকে এদের ঘার ধরে বার করে দেওয়া উচিত। কারন এরা ইসলামিক সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী।

গোটা কোরানটাইতো আল্লার সাম্রাজ্যবাদ। সেটাকে কেউ বলছেন সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিকতাবাদ। কেও বলে আরবের বর্বর মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির লুটপাট। আর সন্ত্রাসবাদীরা বলে, এতো ভেবে কোরান পড়ে কি হবে, আল্লার সাম্রাজ্যবাদ যখন, তখন চলো যাই আল্লার নামে দেশ দখল করি। আমরা আল্লার সৈনিকতো বটে!

এইজন্যই আমি বলেছিলাম কোরানের সংস্কার করে, যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে।

আবার যেসব হিন্দুরা আমেরিকার বর্ণবিদ্বেশের বিরোধিতা করে, আমি তাদের বলি ভন্ড।

ইসলামিস্টরা বা হিন্দুরা আগে ধর্ম ত্যাগ করে প্রমাণ করুক যে তারা সাম্রাজ্যবাদী বা বর্ণবিদ্বেশী নয়।

- **ইসলামিক মন কেন ভারতবিরোধী?**

সাম্প্রদায়িকতায় মন বিষিয়ে গেলে, সে হয় অন্ধ। সে দেখতে পায় না;

(১)ভারতের সমস্ত মিডিয়া এবং বিশেষজ্ঞরা একমত যে, বিগত ইলেকশনে বিজেপির ভরাডুবি হয়েছে। হিন্দুবাদী সরকারের অর্থনৈতিক সাফল্য বেশ ভাল ছিল, কিন্তু হারল গুজরাতের দাঙ্গার জন্য। আমি ভারতীয় হিসাবে, বিজেপির পতনে গর্বিত কারণ খোদ আমেরিকাতে খৃস্টান লবি জিতে যাচ্ছে, আর আমরা ভারতে হিন্দুত্ববাদীদের প্যাক আপ করে দিয়েছি!

তারপরেও দাঙ্গার পরে মোদী সরকার টিকে আছে নিঃসন্দেহে এ আমাদের লজ্জা।

(২) ভারতের সর্বোচ্চ পদ প্রেসিডেন্টের ভূমিকায়, আমরা তিনজন মুসলীম প্রেসিডেন্টকে পেয়েছি। বাংলাদেশ বা পাকিস্থানে কোন হিন্দু প্রেসিডেন্ট আসেনি। আসবেও না। এটা এই দেশগুলির কলঙ্ক।

(৩) ধর্মীয় অত্যাচারে '১৯৪৭ সালের ৩৭% হিন্দু জনসংখ্যা হয়েছে এখন ১০%! নানান লেখা থেকে দেখতে পায়, এই গুজরাটের পরেও, ভারতীয় মুসলমানরা, বাংলাদেশ এবং পাকিস্থানকে পছন্দ করে না।ভারতে প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশী হিন্দু এবং বৌদ্ধ আশ্রয় খুঁজছে। কটা ভারতীয় মুসলমান, পাকিস্থান বা বাংলাদেশে ফিরতে চাইছে?

আমি নিজে অবশ্য এর জন্য বাংলাদেশী হিন্দুদেরই দোষ দিয়ে থাকি। হিন্দুরা জন্মগত কাপুরুষ এবং বন্দুক হাতে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা নেই। যারা নিজেদের মধ্যে জাতের রাজনীতি করে, তারা একদিন অবলুপ্তপ্রায় প্রাণী হবেই। পৃথিবীর ইতিহাস অন্যদের দয়ায় ভিক্ষা করার ইতিহাস নয়।

(৩) পশ্চিমবঙ্গের সিপিএম -এর শাসনের আর দোষ যাই থাক, ধর্মনিরেপেক্ষতার এ এক গৌরবময় অধ্যায়। সারা ভারতে ১৯৯০-২০০৫ সালের মধ্যে প্রায় ৪ টি বড় দেশব্যাপী দাঙ্গা হয়েছে। একটিও পশ্চিমবঙ্গাকে স্পর্শ করতে পারেনি। শুধু তাই নয়-এখানে হিন্দু প্রধাণ এলাকা থেকে মুসলিম এম, পি হয়েছেন, এবং মুসলিম এলাকা থেকেও হিন্দু এম, পি হয়েছেন। যেটা ভারতের রাজনীতিতে বিরল ঘটনা।

এটা আমাদের বিরাট গর্ব যে পশ্চিমবঙ্গা, আমেরিকার থেকে শতগুন ধর্মনিরেপেক্ষ।

(৪) উনাদের ধারণা, মৌলনা আবুল কালাম আজাদকে, স্বাধীন ভারত যথাযোগ্য সন্মান দেয় নি। সাম্প্রদায়িক কারণে।

সাম্প্রদায়িক বিষবাস্পে বড় হওয়ায় উনার যেটা জানা নেই,ভারতের প্রথম এবং বৃহত্তম ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম তিনটি হল হচ্ছে নেহেরু, প্যাটেল এবং আজাদ। আই আই টি ক্যাম্পাসে এদের প্যান লুপ বলা হয় এবং ইতিহাসেও ইনাদের পরিচিতি স্বাধীন ভারতের রূপকারত্রয়ী হিসাবে।

আমি নিজে আজাদ হলে থাকতাম। আমার পরিচিতিই হচ্ছে আজাদিয়ান! এখনো, আলুমিনি মিটে আমরা বুকে আজাদিয়ান প্লাকার্ট লাগায়-মানে সারা জীবনের জন্য আজাদিয়ান। হোস্টেলের ২৫০ জন ছাত্রর মধ্যে, হয়ত মাত্র ১০জন ছিল মুসলমান। নেহেরু বা প্যাটেল হলের সাথে ফুটবল বা ক্রীকেট খেলা থাকলে, আমরা সবাই চেঁচাতাম আজাদ কা টেম্পো হাই হ্যায় বলে। পড়াশোনায় ফাঁকি মারলে, প্রফেসররা দিত খোঁটা-আজকাল জাদাহি আজাদিয়ান বন গ্যায়ে হো! আবুল কালাম আজাদ এবং স্বাধীনতা ভারতে এতটাই সমার্থক শব্দ!

- **কোরাণ কি ধর্ষনে উৎসাহ দিয়ে থাকে?** আরেকটি লেখা থেকে, আরো জানলাম কোরান ধর্ষন করতে উৎসাহিত করে না। সবাই জানেন নিশ্চয়, আমেরিকা সহ পৃথিবীর সব সভ্যদেশেই নিজের স্ত্রীর সাথে জোর করে সহবাস করা ধর্ষনমূলক অপরাধ। আইনের এই জ্ঞানটুকু নিয়ে, এবার এই আয়াত গুলি ব্যাখ্যা জানালে বাধিত হইঃ

2:223:

They ask thee concerning women's courses. Say: "They are a hurt and a pollution: so keep away from women in their courses, and do not approach them until they are clean. But when they have purified themselves, <u>ye may approach them in any manner, time and place</u> ordained for you by Allah. For Allah loves those who turn to Him constantly and He loves those who keep themselves pur and clean.

2:224:

Your wives are as a tilth unto you: So approach your tilth when or how ye will: But do some good act for your souls beforehand; and fear Allah, and know that ye are to meet Him (in the Hereafter) and give (these) good tidings to those who believe.

দয়া করে বলবেন না যে, এর রূপক অর্থ আছে। কোরান বলছে, কোরানে কোন রূপক বা অন্তর্নিহিত অর্থ নেই এবং যদি থাকেও, তবে তা আল্লাই জানেন!

3:7:He it is, who has sent down to thee, the book:; in it, are verses, basic or fundamentals, {of established meaning}; they are the foundation of the book; others are allegorical, but those in whose hearts is, perversity follow the part there of that is allegorical, seeking discords and searching for its hidden meanings, but no one knows its hidden meanings except Allah. And those who are firmly grounded in knowledge say; "we believe in the book: the whole of it. Is from our lord"- And none will graps the message except man of understanding.

- **অস্তিত্বের সংকটে দেউলিয়াঃ**

জিয়াউদ্দিনের লেখা থেকে আমরা আরো জানলাম, ইসলামের উপর তথ্যসন্ত্রাস হচ্ছে। মুক্তমনা, ভিন্নমনা ছদ্মবেশে মুসলমানদের অপমান করা হচ্ছে।

আসল ব্যাপারটা আমরা সবাই জানি। আলি সিনা, মুহঃ আসগর, কামরান মির্জা, আবুল কাশেম এবং আকাশ মালিকের যুক্তিবাদী লেখায়, অধিকাংশ শিক্ষিত মুসলমান বুঝতে পারছেন, ধর্মের নামে বিরাট এক ধাপ্পাবাজি চলেছে ১৪০০ বৎসর ধরে। কারণ এদের লেখার বিরুদ্ধে, কেওই যুক্তি দাঁড় করাতে পারছেন না। কিন্তু এটা বুঝলেও, মেনে নিতে পারছেন না। এদের গালিগালাজ করছেন।

কেন এমন হয়?

এটা বুঝতে গেলে, অস্তিত্ববাদ বুঝতে হবে (জাঁ পল সাত্রে)। মূল বক্তব্য, মানুষের নিজের অস্তিত্ব যুক্তিবাদের চেয়েও গুরুত্ব পায় (**Existence precedes essence).**

তাহলে মানুষের অস্তিত্ব কি?

For existentialism, human beings can be understood only from the inside, in terms of their lived and experienced reality and dilemmas, not from the outside, in terms of a biological, psychological, or other scientific theory of human nature.

অর্থাৎ, জিয়াউদ্দিনের অস্তিত্ব, জৈবিক বা মনস্তাত্তিক বা যুক্তিবাদী ব্যাখ্যায় পাওয়া যাবে না। তিনি ধর্মীয় মানুষ এবং ইসলাম বহুদিন থেকেই তার প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা। ইসলামকে বাদ দিয়ে, তিনি নিজের অস্তিত্ব ভাবতে পারেন না। আরো সহজ ভাবে বললে, তিনি উঠতে বসতে যেসব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন এবং যাহা স্বাধীনতা হিসাবে ভাবছেন, সেটা তার এই ইসলামিক অস্তিত্বের বহিপ্রকাশ যা যুক্তিবাদ এবং সদার্থক ধারনা বিরোধী (It emphasizes action, freedom, and decision as fundamental to human existence and is fundamentally opposed to the rationalist tradition and to positivism. That is, it argues against definitions of human beings either as primarily rational, knowing beings who relate to reality primarily as an object of knowledge or whose action can or ought to be regulated by rational principles, or as beings who can be defined in terms of their behavior as it looks to or is studied by others-***Jean-Paul Sartre)***

অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে, মহঃ আসগার যখন বলছেন, কোরান হচ্ছে আল্লার সাম্রাজ্যবাদের ভরং, কিন্তু তা আসলেই আরবী সন্ত্রাসবাদ এবং তিনি আয়াতগুলো তুলে দিচ্ছেন, জিয়াউদ্দিন সেটা দেখতে এবং বুঝতে পারছেন। তাই এর বিরুদ্ধে আয়াত তুলে যুক্তি দিতে পারছেন না। কিন্তু ইসলাম তার অস্তিত্বেরও সাথে এমন ভাবে জড়িয়ে গেছে, তার মনে হচ্ছে, আসগার সাহেব তাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন। এবং তিনিও নিজের অস্তিত্ব বাঁচাতে পালটা প্রতিআক্রমণ করলেন, তাঁকে আমেরিকার কুকুর বলে। অর্থাৎ ঘটনা ঘটল এই যে, আসগার আক্রমণ করলেন ইসলামকে, আর জিয়াউদ্দিন সেটাকে ব্যক্তিগত আক্রমণ হিসাবে নিলেন। এবং ব্যক্তিগত প্রতিআক্রমণ করে ভাবলেন নিজের অস্তিত্ব টেকানো গেল! আসলে গোটা পৃথিবী যেটা ভাবল, সেটা হল গিয়াসুদ্দিন অযৌক্তিক কট্টরপন্থী মুসলমান।

অস্তিত্ববাদের সংকটের আরো উদাহরণ দিই। সেতারা হাশেম। ইনি মুখে দাবী করেন মার্ক্সবাদী, কিন্তু কেউ ইসলামের সমালোচনা করলেই খ্যাঁক করে ওঠেন- কারণ তার অস্তিত্বে যত না মার্ক্সবাদ, তার চেয়েও বেশী ইসলাম।

আসলে এই মূহুর্তে রাজনৈতিক ইসলাম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ফ্যাসিবাদী শক্তি। এর উত্থানের সাথে সাথে, কতগুলি জঘন্য শক্তির উত্থান হবেঃ

(১) নিজেদের বাঁচাতে, আমেরিকায় খৃস্টানমৌলবাদীরা ক্ষমতা কুক্ষিগত করবে। মনে রাখবেন, এই তৈলাক্ত লবি, দক্ষিন আমেরিকার দেশগুলিতেও তান্ডব করেছে, কিন্তু সেখানে কম্যুনিউস্ট প্রতিরোধের জন্ম হয়েছে, এই বিশাক্ত ইসলামিক ফ্যাসিবাদের জন্ম হয় নি, যা বিশ্বজুরে সন্ত্রাস চালাচ্ছে। তিব্বতও স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাচ্ছে, তারা কটা বোমামেরেছে? অর্থাৎ, আমেরিকা অনুঘটক মাত্র, ইসলাম হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের আসল উপাদান।

(২) ভারতে হিন্দুমৌলবাদের বাড়বাড়ন্ত হবে। মৌলবাদীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলীম ভাই ভাই! আরো অনেক গোধরা এবং মুসলমান নিধন অপেক্ষা করছে।

(৩) ইউরোপের উদার রাজনীতি কট্টরপন্থীদের হাতে যাবে, যারা সাধারণ নিরীহ মুসলমানদের উপর সরকারী অত্যাচার চালাবে।

এতেব, জিয়াউদ্দিনের মতন শিক্ষিত মুসলমানদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা অস্তিত্বের সংকটে না ভুগে, ইসলাম সংস্কার করুন যাতে একবিংশ শতাব্দীর মানবিকতার মানদন্ডে, ইসলাম পাশ করতে পারে। নইলে আপনাদের অস্তিত্বের সংকট বিশ্বমানবিকতার ক্রান্তিময় নাভিশ্বাস হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

ক্যালিফোর্নিয়া ১০/১৪/২০০৫